সম্পাদকীয় ভূমিকা

দেশে একদিকে উন্নয়ন-এর মহাসড়কের গল্প অন্যদিকে দুর্নীতি, সম্পদ পাচার এবং সবচাইতে বেশি দূষণের দেশ হিসেবে খবর। একদিকে পদ্মা সেতু নিয়ে ব্যাপক প্রচার অন্যদিকে ঢাকাসহ সারা দেশজুড়ে অলিগলি মহাসড়কের বিপর্যস্ত অবস্থা। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর নামে 'মানবতার জননী' ধ্বনি অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিন বিনাবিচারে খুন, গুম, নির্যাতন। একদিকে শিক্ষার বিকাশের দাবি অন্যদিকে শিক্ষা-বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা, প্রশ্ন ফাঁস-কোচিং-নোটবুক বাণিজ্য। একদিকে রাষ্ট্রপতির ঘনঘন মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য বিদেশ সফর অন্যদিকে দেশে নাগরিকদের জন্য চিকিৎসার নামে প্রহসন, হাসপাতালে ঠাঁই না মেলায় রাস্তায় সন্তান জন্মদান, একদিকে পরিবেশ পদক অন্যদিকে নদী, নালা, খাল-বিল এমনকি সুন্দরবন বিনাশে জোর চেষ্টা। একদিকে আইনের শাসনের বুলি অন্যদিকে সর্বোচ্চ আদালত নিয়ে যথেচ্ছাচার।

এদিকে তরুণদের সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে একের পর এক বাধা। ছবির হাট বন্ধ করা হয়েছে, টিএসসি শহীদ মিনার নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা হচ্ছে নানাভাবে। সভা সমাবেশে, উৎসবে, গানে, নাটকে, চলচ্চিত্রে নিত্যনতুন বাধা। গান, কবিতা, সৃজনশীল নানা মাধ্যম, রাজনীতি নিয়ে তরুণদের তৎপরতা যা প্রশ্নফাঁস, নিয়োগ-ভর্তি বাণিজ্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, দখল, লুটপাটের বিরুদ্ধে কথা বলে যা দেশ, সুন্দরবন, নদী, মানুষের জীবন ইত্যাদি নিয়ে মানুষকে সমবেত করতে চেষ্টা করে তা নিয়েই ক্ষমতাবানদের অসহিষ্ণুতা। এসব বিষয়ে সংবাদপত্র থেকে আরও খবর থাকছে এই সংখ্যায়।

এর মধ্যে গত ২৫ আগষ্ট থেকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী নতুন করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু করায় লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নিজ দেশ, ঘরবাড়ি, জীবনযাপন ছেড়ে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এতো কম সময়ে এতো বেশি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা অভূতপূর্ব, ভয়ংকর! এর ফলে রাষ্ট্রহারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি একটি পুরো জাতি। তার সাথে বাংলাদেশও এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। এই পরিস্থিতি দাবি করে এই জাতিগত নির্মূল অভিযানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনুসন্ধান। এই সংখ্যার একটি লেখায় সেই বিশ্লেষণই হাজির করা হয়েছে। অন্য আরেকটি লেখায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ হাজির করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দারিদ্র বিষয়ে হলগুলোতে সমীক্ষা চালিয়ে তার উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হলো এই সংখ্যায়। এই মাঠকর্ম দারিদ্র বিমোচন নিয়ে প্রচারিত উচ্ছাসকে বড় আকারে প্রশ্নের মুখোমুখি করে।

রুশ অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ ও মার্কসের পুঁজির দেড়শো বছর ধরে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করছি আমরা। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার দ্বিতীয় পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকাল ও সোভিয়েত-উত্তর বিশ্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত এই সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান জগতে কী পরিবর্তন আনলো আর তার পতনে কাদের বিজয়যাত্রা আরও শক্তিশালী হলো? এসবের পর্যালোচনাই রুশ বিপ্লবের ১০০ বছর নিয়ে ধারাবাহিক লেখার দ্বিতীয় পর্বের মূল বিষয়। মহান অক্টোবর বিপ্লব কালে লড়াকু নারীদের নিয়ে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত আলেক্সান্দ্রা কোলনতাইয়ের একটি লেখার অনুবাদও সেইসঙ্গে প্রকাশিত হলো। 'মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব' শীর্ষক ধারাবাহিক লেখার তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হলো এবার।

বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর জীবন, কাজ ও মজুরি নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা আরও প্রকট ভাবে ধরা পড়ে যখন আমরা তার কর্মস্থলে অকাল মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি সংবেদনশীলতা দিয়ে খেয়াল করি। তাই যে শ্রমিকের জীবনের অধিকার নেই তার মরণের চিত্রও নিষ্ঠুর। সুনির্দিষ্ট তথ্য ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই বিষটিই স্পষ্ট হয়েছে শ্রমিকের কবরের অধিকার নিয়ে লেখায়। এর সাথে গত সংখ্যায় প্রকাশের পর 'বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশে আইনি বাধা এবং প্রাশাসনিক জটিলতা' লেখার দ্বিতীয় পর্ব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। এছাড়া 'ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন' নিয়ে একটি দীর্ঘ লেখাও এই সংখ্যায় প্রকাশ শুরু হলো।

গত ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থানের ১১ বছর পূর্তি হলো। ২০০৬ সালের সেইদিন থেকে শুরু করে চলমান প্রতিরোধের কয়েকজন ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে লেখা 'ফুলবাড়ীর ঠিকানা'। এসব প্রাণ আর প্রকৃতির সন্ধান জানে যারা, যারা দাসত্ব আর শৃঙ্খল থেকে মুক্তির টানে আনন্দ খোঁজে সেরকম কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে লেখা 'বাংলাদেশে নতুন প্রাণের গান'।

জাতীয় কমিটি বাংলাদেশের জন্য যে বিকল্প মহাপরিকল্পনা প্রস্তাব করেছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আরেকটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে গত মাসে। বৈশ্বিক পর্যায়ে করা এই গবেষণার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সৌর-পানি-বায়ুশক্তি থেকে শতভাগ জ্বালানি চাহিদা পূরণ যে সম্ভব সেটাও স্পষ্ট হয়েছে। এই সংখ্যায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত এই গবেষণার ফলাফলের সারসংক্ষেপ দেয়া হলো।

সরকার সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার অংশ হিসেবে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে বেশকিছু রচনা বাদ দিয়েছে। এই বাদ দেয়া লেখাগুলো কী কী তা সকলের জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে সর্বজনকথায় প্রকাশ করা শুরু হলো এই সংখ্যায়।

সর্বজনকথা পাবলিক বা সর্বজনের আগ্রহে ও সমর্থনেই কেবল বিজ্ঞাপনবিহীন তার প্রকাশনা অর্থবহ করতে পারে, প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে পারে। আমরা আবারও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি।

আনু মুহাম্মদ
২৫ অক্টোবর ২০১৭